লেখিকার কথা

রমজান এবং রোযার উপর হাজার হাজার লেখা আছে। আর লিখেছেন আমার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী ভালো এবং বিজ্ঞ লেখকেরা। তাই এই বিষয় নিয়ে আমার লেখার ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু নিম্নোক্ত হাদীসটি আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে। "তোমাদের সামনে যদি কোনো পাপ বা অন্যায় সংঘটিত হয় তাহলে হাত দিয়ে ঠেকাও। (মানে ক্ষমতা দিয়ে পাপ কাজটি বন্ধ করে দাও) তা না পারলে মুখে বলো। তাও না পারলে মনে মনে ঘৃণা করো। এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"

সারা মাস রোযার পরে এমনকি রোযার মধ্যেই ঈদের আনন্দের নামে যে পাপের মহড়া চলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু তার বিরুদ্ধে বলতে এবং লিখতে তো পারি। সে তৌফিক তো আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আমাকে দিয়েছেন।

আর লেখাটা শেষ হওয়ার পর মনে হয়েছে মহান রমজান ও রোযা সম্পর্কে যারা যুগে যুগে লিখেছেন সেই সব মুজাহিদদের মিছিল তো অনেক বড়। আমি যত ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ হই না কেন, থাক না আমার নামটাও সেই মিছিলে।

আমি লিখেছি আমার ক্ষুদ্র ইল্‌ম আর আমার আবেগ থেকে এর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি কিছু থাকতেই পারে। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি। আল্লাহ পাক যেন তাঁর এই নগণ্য বান্দীর দোষত্রুটি মার্জনা করে কবুল করে নেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

– মাসুদা সুলতানা রুমী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রতি বছর মাহে রমজান আসে আবার চলেও যায় অতিদ্রুত। কুল মুসলিমিন এক মাস সিয়াম সাধনা করে ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে। যা পাওয়ার ছিলো তা পায় কিনা জানি না। এই এক মাস সেমিনার, সাধারণ সভা, ইফতার মাহফিল, রমজানের আলোচনা, বিভিন্ন নামে রমজানের বিভিন্ন দিক নিয়ে অগণিত আলোচনা এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। পত্র পত্রিকায় লেখা হয় রমজান ও রোযা সম্পর্কে অসংখ্য লেখা। ছোট বড় কত যে বই লিখেছেন বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তা হিসাব করা কঠিন। এই এক মাস কতভাবে কত আঙ্গিকে যে রমজানের চর্চা হয় অথচ পরবর্তী এগার মাসে তার প্রভাব কি থাকে আমাদের ব্যক্তি এবং জাতীয় চরিত্রে ?

জানি উত্তর নেতিবাচক হবে। কিন্তু কেন?

এর উত্তরে অনেকেই বলবেন হয়ত আমাদের রোযা কবুল হয় না।

কিন্তু কেন কবুল হয় না?

এর উত্তরে হয়ত কেউ বলবেন "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।"

সত্যি কি তাই? বান্দা কষ্ট করে রোযা রাখবে আর আল্লাহ্‌ বিনা কারণে কবুল করবেন না তা কি হয় ?

হয় না। কক্ষনো হয় না।

মহান আল্লাহ্‌ কক্ষনো তাঁর বান্দার উপর জুলুম করেন না।

আমাদের রোযা কবুল হয় না আমাদের দোষে। আমাদের কর্মফলে। প্রতিটি কাজেরই তো একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য ছাড়া কি কাজ হয়?

চাকরী করি, ব্যবসা করি, এমন আর্থিক সচ্ছলতা প্রাপ্তির জন্য যাতে জীবন ধারণের উপকরণসমূহ সহজে পাওয়া যায়। পায়ে হাঁটি, গাড়িতে চড়ি – নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য। রান্না করি খাওয়ার জন্য।

এমনকি কেউ আছে যে চাকরী করে কিন্তু বেতনের আশা করে না। ব্যবসা করে- লাভ চায় না। কোনো গন্তব্যস্থল নেই এমনিই গাড়িতে চড়ে। রান্না করে ফেলে দেয়, খায় না। এমন কোনো মানুষ কি খুঁজে পাওয়া যাবে? আসলে মানুষের প্রত্যেকটা কাজের পেছনেই উদ্দেশ্য আছে।

চাকরী কিংবা ব্যবসা করে যদি সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারি তাহলে আমার চাকরী করা কিংবা ব্যবসা করা সফল। গাড়িতে চড়ে আমার নির্দিষ্ট স্থানে যদি যেতে পারি তাহলে আমার জার্নি করা সফল। তেমনি যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের জন্য এক মাস সিয়াম বা রোযা ফরয করেছেন সেই উদ্দেশ্য বা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারলেই সিয়াম সাধনা বা রোযা পালন সফল হবে। রোযা কবুল হবে।

একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে– রমজানের এক মাসের যে কর্মসূচী আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন তা হলো ভালো মানুষ তৈরীর কর্মসূচী।

আর রাসূল (সা) সেই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরাও যদি রাসূল (সা)-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী রমজান মাসে চলি, বলি এবং কাজ করি তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রোযাও দয়াময় প্রেমময় রহমানুর রহিম কবুল করে নেবেন।

মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় "তোমাদের প্রতি সিয়াম ফরয করা হয়েছে। তোমাদের পূর্ববর্তী বান্দাদের উপরও ফরয করা হয়েছিল সম্ভবত তোমরা মুত্তাকি হতে পারবে।" (সূরা বাকারা-১৮৩)

অর্থাৎ আমরা যাতে মুত্তাকি হতে পারি এই জন্যই আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর সিয়াম ফরয করেছেন। তাহলে হিসাব তো অতি সহজ, যদি মুত্তাকি হতে পারি তো রোযা কবুল হয়েছে আর যদি মুত্তাকি হতে না পারি তাহলে রোযা কবুল হয়নি।

আমরা সবাই জানি মুত্তাকি মানে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি। আসলে এই কথাটি পুরাপুরি ঠিক হলো না। উপন্যাসিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "ভুত আর ভগবান আমার কাছে একই রকম। ভুতকে না দেখে ভয় পাই, ভগবানকেও না দেখে ভয় পাই।"

মহান আল্লাহ্‌র প্রতি মুমিন মুসলমানের ভয় ভুত বা ভগবানকে ভয় করার মতো নয়। আল্লাহ্‌র প্রতি মুমিন বান্দার অন্তরে যেমন ভয় থাকবে, তেমনি থাকবে ভালোবাসা। এই ভীতি এবং প্রীতি যে বান্দার অন্তরে থাকবে তার নাম মুত্তাকি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন চান এই এক মাস সিয়াম পালনের